বিন্যাস, লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তেমন নজর দেওয়া হয়নি।

প্রাথমিক উদারনীতিক নারীবাদের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে মেরী উলস্টোনক্রাপ্ট প্রণীত *Vindication of the Rights of Women* (১৭৯২) শীর্ষক গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থটি প্রথম ও প্রধান নারীবাদী গ্রন্থের মূল পাঠ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই মহিলা সমাজবিজ্ঞানী যুক্তিসহকারে বলেছেন যে, মানুষ হিসাবে পুরুষদের মত মহিলারাও সমান অধিকার ও বিশেষাধিকারসমূহ পাওয়ার হক্‌দার। মহিলাদের শিক্ষার অধিকার দেওয়া দরকার এবং নিজেদের অধিকারের জোরেই মহিলাদের যুক্তিবাদী জীব হিসাবে স্বীকার করা আবশ্যক। তাহলেই রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র লিঙ্গগত পার্থক্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। মহিলাদের হীনতর অবস্থান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী পুরুষদের মত মহিলারাও হল যুক্তিবাদী ব্যক্তি। সুতরাং মহিলাদের সমানাধিকার থাকা উচিত। শিক্ষা, চাকরি, সম্পত্তি, ভোট প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকারের ব্যাপারে তিনি সোচ্চার হয়েছেন। ভ্যালেরী ব্রাইসন তাঁর *Feminism* শীর্ষক এক রচনায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "Half a century later, these principles found concrete expression at the first ever Women's Rights Convention hold at seneca Falls in America in 1848, and the latter part of the nineteenth century saw the growth of equal rights feminism throughout the industrializing world." অ্যান্ড্রু হেউড তাঁর *Political Ideologies* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Wollstonecraft's feminism drew upon an Enlightenment liberal belief in reason and a radical humanist commitment to equality. She stressed the equal rights of women, specially in education, on the basis of the notion of 'personhood'."

(1791)। এর এক বছর পরেই প্রকাশিত হল ম্যারি উলস্টনক্রাফটের (Mary Wolstonecraft 1759-1797) 'A *Vindication of the Rights of Women' (1792)*। সে যুগের বিশিষ্ট, উদার অথচ বলিষ্ঠ নারীবাদী তাত্ত্বিক ও সংগঠক হিসাবে পরিচিত উলস্টনক্রাফট নারীমুক্তি ও সংগঠন নিয়ে একযোগে কাজ করেছেন সে যুগের বিপ্লবী ও দার্শনিক টম পেইন, টমাস হলক্রফট, যোসেফ জনসন প্রমুখের সাথে। উলস্টনক্রাফট সংস্কারবাদী মানসিকতা নিয়েই বলেছেন :

- ★ কোনো যৌনসত্তা নয়, fair sex হিসাবে নয়, নারীকে বিবেচনা করতে হবে মানবসত্তা হিসাবে।
- ★ পুরুষের চোখ দিয়ে নয়, নারীকে দেখতে হবে তার নিজস্ব মানসিক বৈশিষ্ট্য, মহত্ত্ব ও গুণ দিয়ে।
- ★ নারী স্বাধীনতা হল 'Grand blessings of life'.
- ★ নারীর সমতা, সমানাধিকারের প্রশ্নে সংস্কার চাই। নারীকে তার প্রয়োজনীয় সব সুবিধা, পৌর অধিকার দিতে হবে। নারী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষা, আইন, বিবাহ, সম্পত্তি ও সব ক্ষেত্রেই নারীর সমানাধিকার চাই।
- ★ সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম করলেও নারী তার সংগ্রামী ক্ষমতা হারিয়েছে। তার শিক্ষা, রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। গৃহকর্মের দায়ভারে নারী ক্লিষ্ট।
- ★ নারীর চাই শিক্ষিত মন, স্বাধীন চরিত্র।[১]

লকের চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ ডন প্রাইস, সে যুগের নারীবাদী লেখিকা ক্যাথলিন ম্যাকলের চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ এবং বার্কের বিপ্লব-বিরোধী ভাবনার প্রবল সমালোচক উলস্টনক্রাফট নারী ও পুরুষের মানবিক গুণের কোনো পার্থক্য দেবেন না।

নারীর শিক্ষা ও জীবনধারা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাই তার মানবিক সামর্থ্য ও গুণের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। উলস্টনক্রাফট চেয়েছেন শিক্ষিত মন, স্বাধীন চরিত্রের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী। নারীপুরুষের অসাম্য বিষয়ে রুশোর ধারণাকে সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, নারীকে তার প্রাকৃতিক গুণ বা ধর্ম দিয়ে নয়, বিচার করতে হবে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিবোধ দিয়ে, শিক্ষার মধ্য দিয়েই যা সে অর্জন করতে পারে। নারীর প্রচলিত অভ্যাস, ধর্মে পরিবর্তন এনে তাকে সামাজিক ভূমিকায় উপস্থিত করতে চেয়েছেন উলস্টনক্রাফট।